২২-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদেরকে প্রকৃত বৈষ্ণব বানাতে। এখন তোমরা কালো (পতিত) জীবন থেকে পরিবর্তিত হয়ে গোরা (পবিত্র) জীবনে প্রবেশ করছো।"

প্রশ্ন :- সবার মনোকামনা পূর্ণ করার সমর্থ বাচ্চারা, তোমাদের কি এমন উপাধি হতে পারে? (অন্যের) কোন্ ধরণের মনোকামনা তোমাদের পূর্ণ করা উচিত ?

উত্তর :- তোমরা হলে সকল আত্মার মনোকামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন জগৎ অম্বার সন্তান, কামধেনু-স্বরূপ। সকলেরই কামনা থাকে - তারা যেন মুক্তি ও জীবনমুক্তি পায়। তাই তোমরা জগৎ-অম্বা ও জগৎ-পিতার সন্তানেরা, সবাইকেই সেই মুক্তি ও জীবন মুক্তির দিশা-ই জানাতে থাকো। আর এটাই হল তোমাদের পবিত্র কর্ম-কর্তব্য।

গীত : অম্বে তু হ্যায় জগদম্বে ....
(মাতা অম্বা তুমিই হলে জগদম্বা.....)

ওঁম্ শান্তি! মাম্মার উদ্দেশ্যে, ভক্তি-মার্গের ভক্তদের এটাই হলো মহিমা কীর্তণ। এই ভক্তি-মার্গেও মাম্মাকেই ভক্তির রক্ষাকারী বলা হয়। তাই শিববাবার পরেই মাম্মার গুণকীর্তন করা হয়। যখন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আসেন, তখন এসে প্রথমেই তিঁনি এই জগদম্বাকেই রচনা করেন। রচনার অর্থ হল পরিবর্তন করা অর্থাৎ কালো (অপবিত্র) -কে ফর্সা (পবিএ) করা। বর্তমান সময়ে জগৎ-অম্বা হলেন কেবল একজনই। যেমন নিরাকারী শিববাবার চিত্র তো একটাই, কিন্তু জগতের মানুষ শিববাবার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরও বানিয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রকারেই তারা পরমাত্মার গুণ-গান ও মহিমার কীর্তন করে। যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এক ও একমাত্র নিরাকারী শিববাবা, সেইরকম জগৎ-অম্বাও একজন-ই, যিনি দুই হাতধারী এক আত্মা। আট হাত ধারী কোনো দেবী-দেবতা হয় না।
প্রজাপিতা-ব্রহ্মা এবং জগৎ-অম্বা দুজনেই হলেন দুই হাত বিশিষ্ট বিশেষ আত্মা। এই জগৎ-অম্বার গুণ-গান ও মহিমা কীর্তন বেশী করে করা হয় কলকাতাতেই। সেখানে তিনি *কালী কলকাতা-বালী*নামে খুবই প্রসিদ্ধা। ওনার (জগদম্বার) ছবিকে খুব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির আকারে দেখানো হয়েছে, গলায় আবার কাটা মুন্ডের মালাও পরিয়ে রাখে। যদিও এসবই হলো ভক্তিমার্গের রীতি-নীতি। তথাপি জগৎ-অম্বা তো কখনোই বলি গ্রহণ করতে পারেন না, যেখানে তিনি স্বয়ং হলেন জগতের রচনাকারী। সেক্ষেত্রে তিনি কিভাবেই বা বলি গ্রহণ করবেন অথবা আমিষ খাবার গ্রহণ করবেন! তাঁর মন্দির তো কেবল কলকাতাতেই নয় বরং আরও অনেক জায়গাতেই তাঁর মন্দির আছে। মা কি কখনো নিজের সন্তানের বলি গ্রহণ করতে পারেন ? ভক্তি-মার্গে যা কতই না কঠোর রূপে তা দেখানো হয়েছে। এখন জগতের মানুষকে এসব কে বসে বোঝাতে যাবে যে, জগৎ-অম্বার এমন ভয়ানক রূপ কখনই হতে পারে না। তিনি এই ধরণের বলিও গ্রহণ করেন না। ওনাকেই একদিকে যেমন দেখানো হচ্ছে বৈষ্ণব-দেবী, অপর দিকে আবার দেখানো হচ্ছে আমিষ ভোজী মাংসাহারী। আমিষ ভোজীরা কিভাবেই বা বৈষ্ণব হতে পারেন ? এদিকে আবার মাম্মা হলেন কুমারী এবং তিনি কোনো রকম আমিষ খাবার গ্রহণ করেন না। জগৎ আম্মা একদিকে যেমন কুমারী, তেমনি আবার ব্রহ্মারও (কন্যা) সন্তান। এখন তোমরাই বলো, কুমারীকে কিভাবে আম্মা বলা হবে ? এটা অবশ্যই

তোমাদের জানতে ও বুঝতে হবে। কলকাতাতে জগৎ অম্বার ভয়ানক সব মূর্তি বানিয়ে ভক্তরা ধূম-ধাম সহযোগে প্রচুর সংখ্যায় পূজা-অর্চনাও করে থাকে। কিন্তু জগৎ-অম্বার তো এমন ভয়ানক রূপ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। উনি তো সকল আত্মাদেরই মনোকামনা পূরণকারী এবং প্রকৃত অর্থেই বৈষ্ণব-দেবী। হয়তো বা তিনি পূর্ব জন্মে নিশ্চয় আমিষ ভোজী মাংসাহারী ছিলেন, এখন আবার বৈষ্ণব অথবা পবিত্র-পাবন দৈবীগুণের অধিকারী হতে চলেছেন। যদিও এসবই হলো এই সঙ্গমযুগেরই কথা। তাই তো এমন জগৎ-অম্বার মন্দিরে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে মহিমা কীর্তন করাই উচিত। সর্বপ্রথমে সবাইকে জানাতে হবে, সকল নিরাকারী আত্মাদের পিতা কেবল একজনই এবং সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাও হলেন একজন। আবার ব্রহ্মার সন্তান সরস্বতীও হলেন একজন। তাই তিনি কখনও বলি ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারেন না। প্রথমে তিনি পবিত্র, খুব সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রকৃতির ছিলেন, যদিও (জগতের নিয়মে) বর্তমানে উনি ময়লা হয়েছেন, আবারও উনি পবিত্র, সুন্দর ও স্বচ্ছ হবেন। সেইসঙ্গে সকল আত্মারাও পরিবার, পরিজন, কুটুম্বরাও সুন্দর অর্থাৎ পবিএ হয়ে উঠবে। অনেক জায়গাতে আবার আম্মার দুই হাতই দেখানো হয়েছে। কিন্তু, এসব তথ্য বোঝাতে গেলে, কোনো কোনো আত্মা হয়ত বুঝতে পারবে, বাকিরা কিন্তু ঝগড়া করতে পিছপা হবে না। এমন কি কেউ কেউ হাঙ্গামা করতেও দেরি করবে না। তাই খুব বুদ্ধিমত্তার সাথেই তা বোঝাতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা হলে প্রকৃত কল্যাণকারী ব্রাহ্মণ। মাম্মা যদিও বা একদা কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু মুরলীতে সে কথার কিছু উল্লেখ অবশ্য নেই। যেহেতু জগদম্বা তো কেবল একজনই। তোমরা এত অনেক সংখ্যায় তাঁর সন্তান-সন্ততি। যদিও নাম তো সেই একজনেরই হবে -তাই না! আবার এই একজনের উদ্দেশ্যেই কত অনেক মন্দির বানানো হয়। কিন্তু, কলকাতার এত সকল ভক্তদের ভক্তি-মার্গের এই পূজার থেকে বিরত করবো বা কিভাবে ? তাদেরকেও তো পূজ্য স্বরূপ বানাতে হবে! তাই কাউকে না কাউকে তো সেখানে (কলকাতায়) গিয়ে তাদেরকে এইসব কিছু বোঝাতে হবে। এই সময় অর্থাৎ বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেই জগদম্বাই তো সকল আত্মাদের মনোকামনা পূরণকারী হয়ে বসে আছেন। যেহেতু তিনি হলেন কামধেনু স্বরূপা। কোন্ নিয়ম-রীতিতে তিনি সেই সকল আত্মাদের মনোকামনা পূরণ করেন, সেটা অবশ্য অন্যেরা কেউই জানতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে কামধেনু অর্থাৎ জগদম্বার সন্তান-সন্ততি। তবে তা শুধুমাত্র গো স্বরূপা মাতারাই নয়, অনেক পুরুষেরাও আছেন, যারা অনেকের সেই মনোকামনা পূরণ করেন। তোমাদেরও কর্ম- কর্তব্য হলো সেই সকল আত্মার মনোকামনা পূরণ করা। কোথাও কোথাও ভাইয়েরাও নিয়ম অনুসারে সেন্টার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় সুন্দর ভাবে পরিচালনা করে থাকেন। তারাও বুদ্ধি সহযোগে যুক্তিযুক্ত মনোভাবের দ্বারা ভেবে থাকেন, কিভাবে সকলের মনোকামনা পূরণ করা যাবে অর্থাৎ তাদের মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির পথের দিশা বলে দেবেন এবং স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্সা পাইয়ে দেবেন। অবশ্য যারা আগের কল্পে যেমনটা পেয়েছিলো তারা ততটাই পাবে। হ্যাঁ, সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে সকল প্রকার সুখই পাওয়া যায়। জগৎ-পিতা ও জগৎ-অম্বা এই দুজনেরই রচয়িতা হলেন স্বয়ং নিরাকার শিববাবা। আর এনাদের মাধ্যমেই কত জনেরই না মনোকামনা পূরণ হয়ে থাকে। কলকাতাতে কত ধরনের বিবিধ পূজোর প্রচলন আছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ কত বিভিন্ন ধরণের পূজায় বিশ্বাসী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বৈষ্ণদেবীর আরাধনাও করেন। এসব কথা খুব সহজেই তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারবে, আর তারা তাতে বেশ সন্তুষ্টও হবে। তাদেরকে বোঝাবে, কল্প পূর্বে এই জগদম্বার মাধ্যমেই তোমরা রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলে। আচ্ছা! এই জগদম্বাকে তোমরা পেলে কোথা থেকে ? অবশ্যই তা জগৎ-পিতার থেকেই। আবার সেই জগৎ-পিতাকেই বা পেলে কোথা থেকে ? অবশ্যই তা শিববাবার মাধ্যমে। শিব অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রচয়িতা। এ কথাই তোমরা খুব

ভাল যুক্তি দিয়ে, অন্যদেরকে বোঝাতে পারো। জগদম্বাকে তো সবাই খুব শ্রদ্ধার সাথেই মানে। এনাদেরও এত উচ্চ সন্মানের আশীর্ব্বাদী-বর্সা, তাও তো সেই শিববাবার থেকেই পেয়েছেন ওনারা। আবার ওনার মাধ্যমে তোমরা বাচ্চারা তা পেয়ে থাকো। জগৎ-অম্বা তো একজনই, যার দুটি মাত্র হাত আছে। অনেক বা ৮ কিম্বা ১০ হাত মোটেই নয়। উঁনি-ই আবার সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী বা ব্রহ্মার কন্যা। সেই ওনাকেই আবার কত ভয়ঙ্কর রূপে দেখানো হয়। অতএব, এই বিষয়গুলিকেও বোঝাতে হবে যে, যিনি স্বয়ং জগদম্বা, তাঁর কি এমন ভয়ঙ্কর রূপ হতে পারে! মানুষেরা সতোপ্রধান অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তমোপ্রধানে পৌঁছায়। তমোপ্রধান মানুষেরা তারপর তমোপ্রধান মানুষেকেই পূজো করতে শুরু করে। জগদম্বাও মানুষই ছিলেন, যেহেতু তিনি বর্তমান জগৎ-সংসারের এই দুনিয়াতেই ছিলেন। কিন্তু, মূল-বতন ও সূক্ষ্ম-বতনকে জগৎ-সংসার বলা হয় না কিন্তু। সূক্ষ্ম-বতনে দেবতাদের বাস আর মূল-বতন আত্মাদের বাসস্থান। এগুলো সঠিক রীতিতে বোঝাতে হবে। এছাড়া বাবাকে ও ওঁনার আশীর্ব্বাদী-বর্সাকে স্মরণে রাখতে হবে সর্বদা। যারা ভারতবাসী, কেবল তাদেরকেই ৮৪ জন্ম চক্রের হিসাবটা বোঝাতে হবে। কল্পের শুরুতে যারা দেবতা ছিলেন, তারা তো এখন আর দেবতা নেই। কিন্তু যারা সেই সব দেব-দেবীর পূজারী - কেবল তারাই এসবের অর্থ বুঝতে পারবে। ফলে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, তারা তখন কঠোর পুরুষার্থ করতে থাকবে। আবার অনেক বাচ্চা তো এমনও আছে যে, তারা ভেবে নেয়, বাবার বাচ্চা যখন হয়েছি, তখন উচ্চ-পদের প্রাপ্তি তো অবশ্যই হবে। কিন্তু, এটা মনে রাখতে হবে যে, মনোযোগের সাথে পঠন-পাঠন, ধারণা-ধারণ করলে তবেই তো উপযুক্ত পদ প্রাপ্তি ঘটবে। জ্ঞানের পাঠ না পড়ে বিকর্ম করতে থাকলে - তাতে তো সাজার সাথে সাথে উপরন্তু চাকর-বাকর, দাস-দাসী পদেরই প্রাপ্তি হবে, যেহেতু বিকর্মের বোঝা তখন আরও বেড়ে যায়। এভাবেই জন্ম-জন্মান্তর দাসী হয়েই কাটাতে হয়। কিন্তু, কল্প-পূর্বে যারা ভাল পদ পেয়েছিল, তাদেরও বা কি হল ? এই আশীর্ব্বাদী-বর্সার দ্বারা প্রজা হলেও তো প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। তখন তো আর কারও দাস-দাসী হওয়ার প্রয়োজন হবে না। এগুলি সব যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। তবে মূল কথা তো বাবাই জানিয়ে দিয়েছেন, বৈষ্ণব-দেবীই লক্ষ্মী-স্বরূপা হন। এবার বলো তো - লক্ষ্মীর মন্দির বড় নাকি বৈষ্ণব-দেবীর মন্দির বড় ? গুণ ও মহিমা কার বেশী ? একজন (জগদম্বা) হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। লক্ষ্মী রূপকে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী বলা যায় না। তাই জগদম্বা রূপেরই মহিমা এত বেশী। আর সবচেয়ে বড় মেলা ওখানেই হয়ে থাকে। আর লক্ষ্মী রূপের আহ্বান করা হয় কেবল দীপ-মালা উরৎসবের সময় কালে। কিন্তু এখানে *এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে তো রোজই বসে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন-মেলা।* যা অন্য সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। আর এসব কথা বোঝাবার জন্য পরমাত্ম জ্ঞানের জ্ঞানী বাচ্চার প্রয়োজন। যে যুক্তি ও সদ্ভাবের দ্বারা তা অনেককেই বোঝাতে পারবে। যারা তা একবার বুঝতে পারবে, তারা চিরকালের জন্য তা মনে রাখবে। শ্রী লক্ষ্মী কতই না সুন্দর ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এত পূজা-অর্চণা করা হয়, যেহেতু তারা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। তেমনি জগদম্বাও হলেন খাঁটি-বৈষ্ণব। এই বাবা তাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়েছেন। তোমাদের শরীর এখনো সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ফার্স্টক্লাস না হওয়ার কারণে তোমরা পূজা পাওয়ার উপযুক্ত হওনি। যখন তোমরা ষোলো কলা সম্পন্ন হবে, তখন তোমাদের বর্তমানের এই শরীরেরও বদল হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই তোমরা পূজা পাওয়ার উপযুক্ত হবে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদেরকেও পূজা করা উচিত নয়। আজকাল তো কোনও কোনও সন্ন্যাসী নিজেদেরকে শিবোহম্ (আমিই শিব) বলে ভক্তদেরকে দিয়ে নিজেদের পূজাও করিয়ে থাকে। যদিও এদের মধ্যেও এমন একটা মঠ আছে, যারা সেই পূজা করান না। কিন্তু, শিব তো হলেন নিরাকার, তাই তিনি কিভাবেই বা নিজের পূজা করাতে

পারেন! তোমরা প্রত্যক্ষই তা দেখ । যদি শিববাবা তাদের মাধ্যমে আসতেন, তাহলে কি কখনোই তিনি নিজের পূজা করাতেন ? --মোটেই না। বাবা তো আসেন-ই সেই সব পূজারীকে পূজ্য-স্বরূপ বানাতে। তা হলে তিনি পূজা করানো শেখাবেন বা কেন। শিববাবা এসব কিছুই করতে দেন না। তিনি তো বলেন, মুখে রাম রাম উচ্চারণ না করে কেবল এক বাবাকেই সর্বদা স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করা মানে কোনো জপ করা নয়। স্বরণের যোগ দ্বারাই বাচ্চারা বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। আচ্ছা একবার ভেবে দেখ তো, বাচ্চাদের কেন বাবার নাম জপতে হবে ? তমনি তোমাদেরও কোনও জপ জপতে হবে না। জপ করা আর বাবাকে স্মরণ করার মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। বোঝানোর জন্য এমন অনেক নিত্য-নতুন পয়েন্টও আসতে থাকবে। আর এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইনি হলেন আমাদের আত্মাদের বাবা, এবং এঁনার থেকেই আমরা বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি, আবার লৌকিক বাবার থেকে পাই জাগতিক দুনিয়ার-বর্সা। এই পারলৌকিক বাবাই আগের কল্পেও এই ভাবেই আশীর্বাদী-বর্সা দিয়েছিলেন, এখনও আবার তা দিতে এসেছেন। সেসব জ্ঞান যথাযথ ভাবে আমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই ধারণ করতে হবে, যেহেতু এর দ্বারাই মানুষ দেবতা হতে পারে। জ্ঞান-মার্গের মানুষদের এসব বোঝানোর জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রমও করতে হবে, এর দ্বারাই মানুষের জীবন বহুমূল্য হীরের মতন মূল্যবান হয়ে যায়। বর্তমান জগতে অনেক আত্মাই এখন দুঃখী থাকার কারণে একে অপরের সাথে সর্বদা লড়তেই থাকে। তাই বাবা এসে সকল আত্মাদেরকে প্রথমে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় ভুক্ত করে, তারপর তাদেরকে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। তাই সেখানে লড়াই ঝগড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরীয় দরবারে কোনো আসুরী শক্তির মানুষেদের থাকা আদৌ সম্ভব নয়। নোংরা অপবিত্র বসনে সেখানে বসার হুকুম নেই। বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, তারা যেন কখনো নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া না করে। যারা তাদের কোনও স্বভাবের কারণে সদগুরুর নিন্দা করান, তারা সত্যযুগে কোনও উচ্চ পদ পায় না। সদগুরু তো আমাদের স্বর্গের মালিক বানান, সেখানে তার নিন্দা ও গ্লানি করালে, কখনই সে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে না। এসব তো হল জাগতিক দুনিয়ার রীতি-নীতির কথা। কিন্তু অন্যেরা তা নিজেদের মতন করে এইসব জাগতিক রীতি-নীতি প্রচলন করেছে কেবল মাত্র সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য।

এখানে তো তোমাদের (বি. কে) নিজেদেরকে পবিত্র হয়ে, সমগ্র দুনিয়াকেই পবিত্র বানাতে হবে। জগতের মানুষেরা তো গৃহস্থী সংসারের দেহধারীকেই গুরু বানায়, কিন্তু তারা নিজেরা বা গুরুরাও পবিত্র না হওয়ার কারণে কারও কোনও লাভও হয় না। বর্তমান সময়টা হল প্রজাদের দ্বারাই প্রজাদের শাষণের রাজ্য। কিন্তু দৈবী-রাজ্য বানানোর জন্য একজন সমর্থ আত্মার প্রয়োজন এখন। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন, এই আসুরী দুনিয়াকে দৈবী-দুনিয়াতে পরিবর্তিত করতে। শীঘ্রই অন্যান্য সব ধর্ম লোপ পেয়ে একমাত্র দৈবী-ধর্মের স্থাপনা হবে। এ কথা তো প্রচলিত আছেই, -ভগবান স্বয়ং এসে সবাইকে তাদের যথোপযুক্ত ফল প্রদান করেন। এর থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, *বাবার আশীর্বাদী-বর্সা ছাড়া কেউ-ই নির্বানধামে যেতে পারবে না। তাই বাবা স্বয়ং এসে সকলকে রাজযোগ শেখান এবং নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, "আমিই হলাম তোমাদের সেই একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র আমার মধ্যেই সেই সকল জ্ঞান নিহিত আছে। আর আমাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। তোমাদেরকে ও অপর আত্মাদের রাজযোগ শেখাতে হবে।"* যদিও যারা এই ঈশ্বরীয় পড়া বোঝান, তারা সবাই তো আর একই রকমের হন না। তাই তোমাদের এই সব ঈশ্বরীয় বাণী নোট (লিখে রাখা) করে রাখতে হবে, কারণ কখনো কখনো

ভালো বক্তারও ঈশ্বরীয় বাণী আলোচনা করার সময় অনেক পয়েন্ট (লাইন) মনে আসে না। যা পরে অবশ্য মনে পড়ে। তখন ভাবে যেটা তারা শোনাতে ভুলে গেছে, অথচ শোনানো উচিত ছিল। তাই অবশ্যই নোট করে বা টুকে রাখা উচিত। তবে এমন কোরো না যেন, নোট করে তা আবার কোথাও ফেলেই রাখবে, না পড়েই। সঠিক ধারণা একমাত্র তখনই হবে, যখন বাবার শ্রীমত অনুসারে চলবে। *প্রভাতে অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করবে। তারপর মূরলীর পয়েন্টস গুলো বার বার পড়বে এবং অন্যকেও তা শোনাবে, তবেই তো তোমরা উচ্চ পদের অধিকারী হবে।* রাজা হওয়াটা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয় বা মাসির বাড়ী যাওয়া নয়। বুঝেছো ! এর জন্য তোমাদের যথার্থ পুরুষার্থ করতে হবে। *আচ্ছা*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পূজ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। কখনও নিজের পূজা করাবে না। আত্মা এবং শরীর উভয়ই সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হলে, তবেই পূজনীয় হওয়ার উপযুক্ত হতে পারবে।

২) খুবই সতর্কতার সাথে বুদ্ধিমত্তা বজায় রেখে এবং মানুষের কল্যাণ করার মানসিকতা নিয়ে সেবা করতে হবে। দৈবীগুণ সম্পন্ন খাঁটি বৈষ্ণব হতে হবে।

বরদান :- সর্বশক্তির দ্বারা প্রতিটি অভিযোগকে (কমপ্লেন) সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ (কমপ্লিট) হতে পারা শক্তিশালী আত্মা ভব (হও)।

বিস্তার : তোমাদের মনের মধ্যে যদি কোনও ঘাটতি থাকে, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে তাকে নিবারণ করতে হবে। কেননা মায়ার নিয়মই হল, তোমাদের মধ্যে যে ধরনের ঘাটতি বা দুর্বলতা থাকবে, সেই দুর্বলতাকে আধার করে মায়া তোমাদের কখনই মায়াজীত হতে দেবে না বরং সেই দুর্বলতার সুযোগ নেবে এবং শেষ সময়েও সেই দুর্বলতাই আমাদের ধোঁকা দেবে। সেই জন্যই সর্বশক্তির পুঁজি (স্টক) সঞ্চয় করে শক্তিশালী আত্মা হও আর যোগের প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি অভিযোগকে (কমপ্লেন) সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ (কমপ্লিট) আত্মা হয়ে ওঠো। অতএব সর্বদা এই স্লোগানকে স্মরণে রাখবে যে, *"এখন নয় তো কখনো নয়"।*

স্লোগান :- শান্তি এবং ধৈর্যের শক্তি দ্বারা সকল বিঘ্নের বিনাশকারী আত্মাই হল বিঘ্ন-বিনাশক আত্মা।